ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 MAY 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7 ...

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও কিছু সমস্যা

সাবেক সরকার অর্থাৎ বিএনপি সরকার যেসব কৃত কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করতে পারে সেটা হলো 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এটি একটি মহৎ উদ্যোগ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশের অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের বাবা-মা তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে পাঠাতেন অন্ন সংস্থানের জন্য। সেসব হতভাগ্য ছেলেমেয়েদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে এই কর্মসূচি বেশ আলোড়ন তুলেছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল।

বিএনপি সরকারের পতন হলো, জনগণের রায়ে ক্ষমতায় এলো আওয়ামী লীগ সরকার। পূর্ববর্তী সরকারের তৈরি কর্মসূচির প্রতি অবহেলা অথবা বিদ্বেষমূলক আচরণ অথবা অন্য যে কারণেই হোক না কেন এই কর্মসূচি এখন গ্রামের স্কুলগুলোতে বেশ সমস্যার মুখে পড়েছে। যেমন ধরা যাক পাশাপাশি চারটি গ্রামে চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু "খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচির আওতায় আছে মাত্র একটি স্কুল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ একটি স্কুলেই ছাত্রছাত্রীরা ভিড় করছে। ফলে অন্য তিনটি স্কুল একেবারেই খালি পড়ে আছে। সেখানে শিক্ষকরা অতি সামান্য কিছু শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন। ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে তেমনি বাকি তিনটি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে অযথাই যদিও তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগ্রহ বা উৎসাহের অভাব নেই। তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন— হয় সব স্কুলেই এই কর্মসূচি চালু করুন অথবা একেবারেই তা তুলে দিন। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক বিদ্যালয়গুলোতে।

ফাহাদ ফেরদৌস
৫৭ নং উত্তর নালাপাড়া
চট্টগ্রাম-৪০০০